# ما يفعله
# الحاج والمعتمر
[باللغة البنغلاديشية]

# হজ্জ ও উমরাহ্
## পালনের নিয়মাবলী


**التأليف: خالد بن عبد الله بن ناصر**
লেখকঃ খালিদ বিন আবদুলাহ বিন নাসের

المراجعة
فضيلة الشيخ / عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
فضيلة الشيخ / عبد المحسن بن ناصر العبيكان

**সম্পাদনায়**
সম্মানীত শায়খ আব্দুলাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন
সম্মানীত শায়খ আব্দুল মুহসেন বিন নাসের আল-উবাইকান

الترجمة:**سردار ضياء الحق بن سردار عبد السلام**
**ভাষান্তরেঃ সরদার জিয়াউল হক বিন সরদার আব্দুস সালাম**



ইসলামী দাওয়াত ও নির্দেশনা সহযোগী অফিস, আশ-শাফা
**المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفا**
The Cooperative Office For Call & Guidance at Shafa
Phone : 4200620, 4222626, Fax : 4221906
P.O.Box No : 31717, Riyadh : 11418, K . S . A


**بسم الله الرحمن الرحيم**

**পরম দয়ালু করুণাময় আলাহ্‌রণামে**

সমস্ত প্রশংসা আলাহ্‌রই জন্যে,দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আলাহ্‌র রসূলের উপর... ।

হজ্জ ও উমরাহ্‌র  এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করা হচ্ছে যেন সকল মুসলিমগণ নবী (সা:) এর ন্যায় হজ্জ ও উমরাহ আদায় করতে পারেন। উলে-
খ্য যে ; ঈবাদত কবুলের শর্ত হ□ছ ;  বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে ও রসুল (সা:) এর উপস্থাপি
ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা। আল-
াহ বলেন ঃ "আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পেতে চায়, সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের ঈবাদতে কাউকে শরীক না করে"। (আল-কাহাফ ঃ ১১০)
নবী (সা:)  বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে, যে কাজের ব্যাপারে আমার অ
নুমোদন নেই তা প্রত্যাখাত হবে'। (মুসলিম)
নবী (সা:) নিজে ওমরা ও হজ্জ পালন করেন এবং  বলেন ঃ [لِتَأْخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ] **"তোমরা আমার থেকেই তোমাদের হজ্জের নিয়মাবলী গ্রহণ করবে"।** (মুসলিম)

প্রিয় নবী (সা:) বিদায়ী হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে খুৎবার মধ্যে বলেন ঃ 'তোমাদে
র জন্যে দুটি বিষয় রেখে গেলাম, আমার পরে এদুটি আঁকড়ে ধরে থাকলে কখনো পথভ্র
ষ্ট হবে না, আর তাহলো ; আল-
াহর কিতাব এবং আমার সুন্নত'। (হাকেম-১/৯৩, বায়হাক্বী-১০/১১৪)

আল-
াহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক ঈবাদত করার তাওফিক্ব দিন ও নেক আমল সমুহ কবুল করুন।

**<u>হে মুসলিম ভাই</u>** ঃ আপনি যদি হজ্জের জন্যে নির্ধারিত মাসে হজ্জ আদায় করতে চান,তাহ লে আপনাকে তিন প্রকার হজ্জের যেকোন একটির নিয়ত করতে হবে।

(১)আপনি যদি হজ্জের মধ্যে উত্তম 'তামাত্তু হজ্জ' করতে চান তাহলে, মিকাতে উপস্থিত হয়ে ব
লুন ঃ [لَبَّيْكَ عُمْرَةً] "লাব্বাইকা উমরাতান"। অতঃপর উমরাহ আদায় করে ইহরাম খুলে হালাল হোন এবং স্বাভা
বিক পোষাক পরিধান করুন। আপনি হজ্জের নিয়তে [لَبَّيْكَ حَجًّا] "লাব্বাইকা হাজ্জান" বলে ৮ই যুল হাজ্জ তারিখে পুনরায় ইহরাম বাধুন এবং অত্র বিবরণীতে যে নিয়মাবলী দেয়া আছে সে অনুযায়ী হজ্জকার্য সম্পন্ন করুন। আর জেনে রাখুন এই হ
জ্জ পালনকারিকে অবশ্যই 'হাদয়ী' বা হজ্জের কুরবানী দিতে হবে।

(২)আপনি যদি 'ইফরাদ' হজ্জ করতে চান তাহলে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাধুন এবং মিকাতে উপস্থিত হয়ে [لَبَّيْكَ حَجًّا] "লাব্বাইকা হাজ্জান" বলুন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে ক্বাবা ঘরে **তওয়াফে কুদুম** করা মুস্তাহাব। তবে ইহরাম ছাড়তে বা ভাঙ্গতে পারবেননা বরং ইয়াওমুন নাহর (১০ই যুল হাজ্জ ঈদের দিন) পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে। আপনার হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করবেন যুল হাজ্জ মা
সের ৮তারিখ। উলেখ্য যে; হজ্জে ইফরাদ পালনকারীকে "হাদয়ী" বা কুরবানী দিতে হবেনা।

(৩)আপনি যদি 'ক্বিরান' হজ্জ করতে চান তাহলে; মিকাত হতে উমরাহ ও হজ্জের জন্যে একত্রে ইহরাম বাধুন এবং বলুন [لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا] "লাব্বাইকা হাজ্জান অ উমরাতান"। অতঃপর ক্বাবা ঘরে পৌছে ৭বার তওয়াফ (তওয়াফে কুদুম) সম্পন্ন করুন। আপনি ইচ্ছা করলে এই সায়ী তওয়াফে কুদুমের সা
থে না করে তওয়াফে ইফাদার পরেও করতে পারবেন। কিন্তু তওয়াফে কুদুমের পরেই করে নেয়া উত্তম। তবে আপনাকে ইয়াওমুন নাহর পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে। হজ্জের অন্যান্য কার্যক্রম ৮ই যুল হাজ্জ শুরু করতে হবে। হজ্জ সমাপ্তি পর্যন্ত করনীয় এ
ই বিবরণীর মধ্যে অন্যত্র উলে-
খ করা হয়েছে। আর 'ক্বিরান' হজ্জ পালনকারীকেও 'হাদয়ী' বা হজ্জের কুরবানী দিতে হবে।

## উমরাহ্ পালনের নিয়ম

**(১)**আপনি উমরাহ্ করতে চাইলে ফরয গোছলের ন্যায় গোছল করুন। ইহ্রামকালে পুরুষ ও মহিলা সবার জন্যেই গোছল করা মুস্তাহাব। আর পুরুষগণ ইহ্রাম করার পুর্বে মাথা ও দাড়িতে যেকোন প্রকারের সুগন্ধি ব্যাবহার করতে পারবেন।

**(২)**গোছলের পর ইহ্রামের কাপড় পরিধান করুন। তবে মহিলাগণ যেকোন ধরনের প বিত্র এবং যথোপযুক্ত পোষাকে ইহ্রাম বাধবেন। ইহ্রাম করার সময় কোন ফরয নামা যের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তা আদায় করুন। জেনে রাখুন যে ইহ্রাম করার জন্যে নির্ধা রিত কোন নামায নেই। সুতরাং "লাব্বাইকা উমরাতান" বলে উমরার ইহ্রাম বাধুন। অ তঃপর এই তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকুন ঃ "লাব্বাইকা আল-
াহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা অননেমাতা লাক া অল মুলক, লা শারীকা লাক"। এই তালবিয়া পুরুষগণ পড়বেন উচ্চস্বরে, আর মহিল াগণ পড়বেন ক্ষীনস্বরে যেন তার পার্শ্বেরজন শুনতে পায়। ক্বাবা ঘরের দর্শনলাভ না কর া পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবেন।

**(৩)**ইহ্রামকারী যদি তার পরিকল্পিত উমরাহ বা হজ্জ সম্পন্ন করতে না পারার আশংকা কর েন; তাহলে ইহ্রামকালে শর্ত উলেখ করে বলতে হবে যে ঃ [ وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ঃ [

**উচ্চারণ** ঃ "অ ইন হাবাছানি হাবিছুন ফামাহিলি হাইসু হাবাছতানি"।
**অর্থ ঃ 'আর যদি আমাকে কোথাও বিচ্ছুতে আটকে দেয় তাহলে আমি সেখানেই ইহ্রাম খুলে ফেলবো'।**
অতএব কোন মুহরিম ব্যাক্তি এই শর্তারোপের পরে যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আটকে যা বে, সেখানেই হজ্জ বা উমরার ইহ্রাম খুলে হালাল হতে পারবে এবং তাকে কুরবানী (দ ম) দিতে হবেনা।

**(৪)**ডান পা আগে দিয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। প্রবেশকালে (মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণিত) এই দুআ পাঠ করুন ঃ
(( بِسْمِ اللهِ، وَالصلاةُ وَالسلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللهُم اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَيْطَانِ الرجِيْمِ ))
**উচ্চারণ** ঃ "বিসমিলাহি অস্সালাতু অস্সালামু আলা রাসুলিলাহ, আল-
াহুম্মা ইফ্তাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিকা। আউযুবিল-
াহিল আযিম অ বিঅজহিহিল কারীম অ বিসুলত্বনিহিল ক্বাদিম মিনাশ্শাইত্বনির রাজীম" ।

অতঃপর হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরের দিকে এগিয়ে যাবেন। কালো পাথরকে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ এবং চুমু দিয়ে এখান থেকেই তওয়াফ শুরু করতে হবে। তবে যদি কোন কারন বশত স্পর্শ করা, চুমু দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে পাথরকে সামনে রেখে ডান হাত দিয়ে পাথরের দিকে ইশারা করবেন। হাজরে আসওয়াদের কাছে ভিড়ের কার ণে বৃদ্ধ ও দুর্বলদের কষ্ট হতে পারে। অতএব ঠেলাঠেলি করে ভীড়ের মধ্যে না গিয়ে স্প র্শ ও চুমু দেয়ার বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে হাত দিয়ে ইশারা করে তওয়াফ শুরু করা।
০স্পর্শ-চুমু বা ইশারা করার সময় বলবেন ঃ
(( بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُم إِيمانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتباعًا لِسُنةِ نَبِيكَ مُحَمد))
**উচ্চারণ** ঃ "বিসমিলাহি আলাহু আকবার, আল-
াহুম্মা ইমানান বিকা, অ তাসদিকান বিকিতাবিকা, অ অফাআন বিআহদিকা, অ ইত্তেবাঅ ান লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদ সলালাহু আলাইহি অসালাম"।

(৫)ক্বাবা ঘরকে বামে রেখে হাজরে আসওয়াদ হতে পূর্বোক্ত দু'আ পাঠ করে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। রুকনে ইয়ামানীতে পৌছে সম্ভব হলে এটাকে স্পর্শ করবেন তবে চুমু দিবেন না। স্পর্শ করা সম্ভব নাহলে কিছুই করতে হবেনা বরং রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত জায়গা অতিক্রম কালে কুরআনের এই দু'আ পাঠ করুন ঃ

﴿ رَبنَا آتِنَا فِي الدنيا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّار ﴾ (سورة البقرة :٢٠١)

**অর্থ ঃ "হে আমাদের রব্ ! আমাদেরকে প্রদান করুন দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতের কল্যাণ। আর আমাদেরকে আগুনের আযাব-শাস্তি হতেও রক্ষা করুন"।** (সুরা আল-বাক্বারাহ ঃ ২০১)

আপনি যতবার হাজরে আসওয়াদ অতিক্রম করবেন প্রতিবারই স্পর্শ অথবা চুম্বন কিংবা যথাসম্ভব নিকটবর্তী হয়ে ডান হাত দ্বারা ইশারা করে "আল-লাহু আকবার" বলবেন। তাওয়াফের বাকী সময়গুলোতে আপনার প্রয়োজনীয় যিকির, দু'আ এবং কুরআন তেলাওয়াত করুন। জেনে রাখুনঃ ক্বাবা ঘরে তওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সায়ী, জামারাতে কংকর নিক্ষেপ এবং হজ্জের অন্যান্য বিধান সমূহ বিশেষ পদ্ধতিতে আলাহর যিকির-ঈবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে।

(৬)ক্বাবা ঘরে এসেই প্রথম তওয়াফকালে পুরুষগণ দুটি সুন্নাতের কথা স্মরণ রাখবেন ; (ক)<u>'ইদতিবা' করা</u> অর্থাৎ গায়ে জড়ানো চাদরের (ইহরাম) মধ্যভাগ ডান বগলের নীচে এবং দুপ্রান্ত বাম কাঁধের উপর রাখা। ডান কাঁধ খোলা রেখে তওয়াফ শুরু করা সুন্নাত। তওয়াফ শেষ করেই চাদর দিয়ে ডান কাঁধ ঢেকে নিবেন, কেননা ইদতিবা করার নিয়ম শুধুমাত্র তওয়াফে। (খ)<u>'রমল' করা</u> অর্থাৎ প্রথম তিন তওয়াফে ব্যাস্ততার ভংগিতে দ্রুততার সাথে ছোট কদমে (পদক্ষেপে) চলা। বাকী চার তওয়াফে রমল করতে হবে না বরং স্বাভাবিকভাবে হেটে তওয়াফ সম্পন্ন করবেন।

(৭)সাত তওয়াফ সম্পন্ন করে মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হোন এবং পাঠ করুন ঃ

﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلى﴾

**অর্থঃ "আর তোমরা। ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থান হতে নামাযের জায়গা করে নাও"।(আল-বাক্বারাহ-১২৫)**

অতঃপর সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে অথবা মাসজিদে হারামের যে কোন জায়গায় দুই রাকাত নামায আদায় করুন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত।

(৮)এবার সফা-মারওয়া সায়ী করার জন্যে অগ্রসর হোন। সফা পাহাড়ের পাদদেশে দাড়িয়ে পাঠ করুন এই আয়াত ঃ

﴿ إِن الصفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوعَ خَيْرًا فَإِن اللهَ شَـاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾ (البقرة : ١٥٨)

**অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই সফা এবং মারওয়া আল-লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যাক্তি ক্বাবা ঘরে হজ্জ অথবা উমরাহ পালন করবে তার জন্য এদুটিতে তওয়াফ করায় কোন দোষ হবে না। আর যদি কেউ স্বেচ্ছায় নেক কাজ করে তবে অবশ্যই আল-লাহ উপযুক্ত বদলা দানকারী এবং সর্বজ্ঞ"।** (আল-বাক্বারাহ-১৫৮)

<u>এরপর বলুন</u> ঃ (أَبْـــدَأُ بِمَـــا بَـــدَأَ اللّـــهُ بِـــهِ) **'আমি শুরু করবো যা দ্বারা আল-লাহ শুরু করেছেন'** অর্থাৎ সফা পাহাড় হতে। অতএব সফা পাহাড়ে আরোহণ করে ক্বাবা ঘর দেখতে চেষ্টা করুন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দুহাত উঁচু করে আল-লাহর প্রশংসার জন্যে 'আলহামদু লিল-লাহ' বলুন। দু'আ করুন কায়মনো বাক্যে, আপনার কাকুতি. মিনতি সবকিছুই আল-লাহর দরবারে পেশ করুন। সফার পাদদেশে নবী সলালাহু আলাইহি অসাল-লাম যে সব দু'আ করতেন তন্মধ্যে আছে ঃ

( لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيْر، لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) رواه مسلم

উচ্চারণ ঃ **“লা ইলাহা ইলাল-**
**াহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুলি-**
**শাই-ইন ক্বাদীর। লা ইলাহা ইলাল-**
**াহু অহদাহু, আনজাযা ওয়াদাহু, অ নাসারা আবদাহু, অ হাযামাল আহযাবা অহদাহু”**। (মুসলিম)
অর্থ ঃ ‘আল-
াহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই এবং তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সারাজাহানের সার্বভৌম মালিক এবং তাঁর জন্যেই সকল প্রশংসা আর তিনিই সর্ববিষয়ে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং তিনিই এককভাবে ভ্রান্ত দলসমূহকে পরাভূত করেছেন’। (মুসলিম)
পুর্বোক্ত বাক্য সমূহ তিনবার করে উচ্চারণ/ঘোষণা করুন এবং এর ফাঁকে ফাঁকে মন উজাড় করে দু’আ করুন।

অতঃপর সফা পাহাড় থেকে নেমে মারওয়ার দিকে হেটে অগ্রসর হোন। প্রথম সবুজ চিহ্নের নিকট হতে দ্বিতীয় সবুজ চিহ্ন পর্যন্ত পুরুষগণ যথাসম্ভব দৌড়াবেন কিন্তু অপরের যেন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দ্বিতীয় সবুজ চিহ্নের পর হতে মারওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে হাটবেন। মারওয়ার উপরে উঠে ক্বিবলামুখী হয়ে দুহাত উঁচু করে মন উজাড় করে যত ইচ্ছা দু’আ করবেন। পুনরায় মারওয়া থেকে সফার দিকে এগিয়ে চলুন। হাটার জায়গায় হাটুন এবং পূর্বলে-
খিত সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মাঝে দৌড়াবেন। সফায় ফিরে এসে পূর্বের ন্যায় দু’আ ও যিকিরে মনোনিবেশ করবেন। এইভাবে সফা ও মারওয়ার মাঝে একই পদ্ধতিতে মোট সাতবার সায়ী করতে হবে। সফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক সায়ী এবং মারওয়া থেকে সফায় ফিরে গেলে হবে দুই সায়ী। অর্থাৎ সফা থেকে মারওয়ায় গেলে এক সায়ী এবং মারওয়া থেকে সফায় ফিরে আসাকে দ্বিতীয় সায়ী গণ্য করতে হবে। অতএব সাতবারের সায়ী সমাপ্ত হবে মারওয়াতে গিয়ে। সায়ীর সময় কল্যাণমূলক যেকোন দু’আ, যিকির এবং কুরআন তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করতে হবে।
সফা ও মারওয়ায় ‘সায়ী’ শেষ হলে পুরুষগণ সমস্ত মাথার চুল কামিয়ে ফেলবেন অথবা ছাটাবেন। তবে মহিলাগণ চুলের আগা থেকে আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ কাটবেন। যারা মাথার চুল কামিয়ে ফেলবে তাদের জন্যে নবী সলালাহু আলাইহি ওয়াসাল-
াম দু’আ করেছেন তিনবার আর যারা ছাটাবেন তাদের জন্যে দু’আ করেছেন একবার।
তবে যদি উমরাহ এবং হজ্জের মধ্যস্থিত সময়ের স্বল্পতায় মাথায় চুল গজানোর সুযোগ না থাকে তাহলে তামাত্তু হাজীদের জন্য উমরার পর চুল ছাটানোই উত্তম। এভাবে আপনার উমরাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর হজ্জকার্য সমাধা করে মাথার চুল কামাবেন।

## হজ্জের নিয়ম

**হজ্জের রুকন সমূহ ;** (ক)ইহরাম বাঁধা (খ)আরাফাতে অবস্থান (গ)তওয়াফে ইফাদা (ঘ)সফা ও মারওয়া সায়ী করা।

**হজ্জের ওয়াজিব সমূহ ;** (১)মিকাত হতে ইহরাম করা (২)আরাফাতে যারা দিনে পৌছতে সক্ষম হবেন তাদেরকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা। (৩)ভোরের আলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা। তবে যারা দুর্বল ও মহিলা তারা মধ্যরাতের পরে মুযদালিফা ছেড়ে যেতে পারবেন। (৪)আইয়ামে তাশরীকের রাতে মিনায় (রাত্রি) যাপন করা। (৫)জামরাতুল আকাবাতে (বড় জামরাতে) কংকর নিক্ষেপের পর মাথার চুল কামিয়ে ফেলা বা ছোট করা। (৬)আইয়ামে তাশরীকে কংকর নিক্ষেপ করা। (৭)বিদায়ী তওয়াফ করা।

**হজ্জের সবকটি রুকন পালন করা ব্যাতীত হজ্জ শুদ্ধ হবেনা।

*যেকোন একটি ওয়াজিব বাদ গেলে হারাম এলাকার ফকির বা দরিদ্রদের জন্যে দম (কুরবানী) দিতে হবে।

## ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ

যেকোন প্রকারের সুগন্ধি ব্যাবহার। চুল ও নখ কাটা, মাথার সাথে কোন কিছু লাগিয়ে মাথা ঢাকা, পশু-পক্ষী শিকার করা, যৌন মিলন, বিয়ে-শাদী, হারাম এলাকার সবুজ বৃক্ষ-তৃনলতা কর্তন করা। সেলাইকৃত পোষাক গেঞ্জি, পাজামা ইত্যাদি পুরুষদের জন্য পরিধান করা।

## ৮ই যুল হাজ্জের কর্মসুচী
## (তারউইয়ার দিন)

(১)এই দিন পূর্বাহ্নে (দূপুরের আগে) হাজীগণ তাদের অবস্থানের জায়গা থেকেই হজ্জ পালন করার নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধবেন।
(২)তালবিয়া পাঠ করে নিয়ত বাঁধার আগে নখ কাটা, গোঁফ ছাটা, বগলের পশম মুন্ডানো এবং গোসল করে পরিচ্ছন্ন হওয়া তামাত্তু হাজীদের জন্যে মুসতাহাব।অতঃপর সিলাই বিহীন সাদা দুটি চাদরের একটি পরিধান করবেন এবং অপরটি গায়ে জড়াবেন। কিন্তু মহিলাগণ মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় আবৃত না করে যেকোন (যথোপযুক্ত) পোষাক পরিধান করতে পারবেন।
তবে ক্বিরান এবং ইফরাদ হজ্জকারীদের যারা ইতিপূর্বে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন তারা তামাত্তু হাজ্জীদের মত নখ, চুল, গোফ কাটা ইত্যাদি পারবেন না।
(৩)ইহ্‌রাম পরিধানের পর হতে সকল হাজীগণের কাঁধ ঢেকে রাখা সুন্নত।

(৪)**অতঃপর বলুন 'লাব্বাইকা হাজ্জান' অর্থাৎ হে আল-
াহ ! আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হজ্জের জন্যে আমি উপস্থিত হয়েছি। আর এটি হলো পূণ্যময় হজ্জের স্বীকৃতি।

(৫)মুহরিম যদি তার হজ্জকার্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার আশংকা করেন ! তাহলে তিনি শর্ত করে যাত্রা করবেন এবং বলবেন যে,"অইন হাবাসানি হাবসুন ফামাহিলি হাইসু হাবাসতানি"। অর্থাৎ 'হে আল-
াহ আমি যদি কোথাও বাধা-প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হই, তাহলে সেস্থানেই আমি ইহ্‌রাম খুলে হালাল হবো'।
তবে যদি কোন বাঁধার আশংকা না থাকে তাহলে শর্তারোপ করবেন না।
(৬)*হজ্জের নিয়ত করার পর ইহ্‌রাম অবস্থায় সর্ব প্রকার নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে দূরে থাকতে হবে।
(৭) যুলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখে মিনায় পৌছে জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরাতে) কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করবেন।
(৮)মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে তালবিয়া পাঠ করুন। মিনায় পৌছে; জোহর, আসর, মাগরীব, এশা এবং ফজরের নামায ওয়াক্তমত আদায় করুন। তবে চার রাকাত বিশিষ্ট নামায কসরের হুকুমে দুই রাকাত করে আদায় করবেন।
(৯)নবী সলালাহু আলাইহি ওয়াসাল-
াম সফর অবস্থায় ফজরের সুন্নত এবং বিতিরের নামায ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত নামায পড়তেন না।
(১০)নবী সলালাহু আলাইহি ওয়াসাল-
াম হতে বর্ণীত সকাল-সন্ধ্যা ও শয়নকালের যিকির এবং দু'আয় মশগুল থাকুন।
(১১)এই রজনীতে মিনায় অবস্থান করুন।

## ৯ই যুল হাজ্জের কর্মসূচী
## (আরাফাতের দিন)

০ফজরের নামায আদায় করত সূর্যোদয়ের পর তালবিয়া পাঠ এবং তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে আরাফাত ময়দানের দিকে যাত্রা করবেন।

০এই দিন রোযা পালন করা (হাজীদের জন্য) মাকরুহ। নবী সলাল-
াহু আলাইহি ওয়াসাল-
াম আরাফাত দিবসে রোযা রাখেননি বরং অবস্থানকালে তাঁর সামনে একটি পিয়ালা উপস্থি ত করা হলো তাতে দুধ ছিলো, আর তিনি তা পান করেন।
০সম্ভব হলে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত নামেরা নামক জায়গায় অবস্থান করা সুন্নত।

০সূর্য হেলার পরে খুৎবা প্রদান করা হবে। খুৎবা শেষে এক আযানে এবং পৃথক পৃথক ইকামতে প্রথমে জোহরের দুই রাকাত ও তার পরেই আসরের দুই রাকাত নামায আদা য় করতে হবে।
০**অতঃপর আরাফাতে প্রবেশ করুন। আপনি আরাফাত ময়দানের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। কেননা আরাফাতের সাথে সংযুক্ত 'উরানা' উপত্যকা আরাফাতের অংশ নয়।

০ময়দানে আরাফাতের যেকোন জায়গায় অবস্থান করতে পারবেন। যার পক্ষে সম্ভব হবে সে যেন জাবালে রহমত বা আরাফাতের পাহাড়কে নিজের ও ক্বিবলার মাঝে রেখে অব স্থান করে এবং তা উত্তম।
০আরাফাতে পাহাড়ে উঠা সুন্নত নয় এবং তাতে সওয়াব নেই।
০ক্বিবলামুখী হয়ে হাত উঁচু করে বিনয়াবনত চিত্তে, কায়মনো বাক্যে, মনোযোগ দিয়ে ম হান আলাহর দরবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিকির ও দু'আ-প্রার্থনা করবেন।
০যত বেশী সম্ভব এই যিকির করতে থাকুন;"লা ইলাহা ইলাল-
াহু অহদাহু লা শারীকা লাহু,লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু অ হুয়া আলা কুলি-
শাইইন কাদীর"।
০বেশী করে রাসুল সলালাহু আলাইহি অসালামের জন্যে দরুদ ও সালাম পেশ করুন।
০*সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আরাফাত ছেড়ে যাবেন না।
০*সূর্যাস্তের পর শান্তভাবে এবং স্থীর চিত্তে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।সম্ভব হ লে সুযোগমত একটু জোরে পথ অতিক্রম করবেন।
০মুযদালিফায় পৌছেই প্রথমে তিন রাকআত মাগরীব অতঃপর দুই রাকাত এশার নামা য আদায় করবেন। তার পর বিতির ব্যতীত আর কোন নামায পড়বেন না।
০*অতঃপর ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিন...। কিন্তু যারা দুর্বল এবং মহিলা তারা মধ্য রাতের পরে মিনায় চলে যেতে পারবেন ; আর এটা জায়েয আছে। তবে চন্দ্র আড়াল হওয়ার পরে যাওয়া ভাল।

## ১০ই যুল হাজ্জের কর্মসূচী
## ('ইয়াওমুন নাহর' বা ঈদের দিন)

(১)যারা দুর্বল, মহিলা এবং যাদের ওযর আছে তারা ব্যতীত সকলকে মুযদালিফায় ফজ রের নামায আদায় করতে হবে।

(২)ফজর নামাযের পরে ক্বিবলামুখী হয়ে ভোরের আলো চারিদিকে স্পষ্ট না হওয়া পর্য ন্ত; আলাহর প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, যিকির ও তাছবীহ পাঠ করুন এবং আল-াহর কাছে দু'আ করুন।

(৩)সূর্যোদয়ের পূর্বেই শান্তভাবে তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার দিকে যাত্রা করুন।

(৪)'মুহাচ্ছের উপত্যকা' যথাসম্ভব দ্রুত অতিক্রম করার চেষ্টা করবেন।

(৫)মুযদালিফা অথবা মিনার যেকোন স্থান হতে সাতটি কংকর সংগ্রহ করবেন।

অতঃপর যা করণীয় তাহলোঃ

(১)*মিনায় পৌছে একটি একটি করে সাতটি কংকর বড় জামরাতের নির্ধারিত স্থানে নিক্ষে প করুন। এই দিন শুধুমাত্র বড় জামারাতেই নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপে র সময় তাকবির ধ্বনি দিবেন অর্থাৎ 'আলাহু আকবার' বলবেন।
(২)*তামাত্তু এবং ক্বিরান হজ্জ পালনকারীকে হাদয়ী বা হজ্জের কুরবানী করা ওয়াজিব। কুরবানীর গোস্ত নিজে খাবেন এবং ফকীর-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করবেন।
(৩)*তারপর সমস্ত মাথার চুল কামিয়ে ফেলুন অথবা ছেটে ফেলুন। তবে কামিয়ে ফেল াই উত্তম। কিন্তু মহিলাগণ চুলের শেষ প্রান্ত হতে আঙ্গুলের এক গিরা পরিমাণ কেটে ে ফলবেন। এভাবে আপনি প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল হয়ে গেলেন। আপনি এখন ইহরাে মর কাপড় পরিবর্তন করে যেকোন পোষাক পরিধান বা সুগন্ধি ব্যাবহার করতে পারবেন । ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল তা করতে পারবেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া যা বেনা।
উলে-খ্য যে ঃ কংকর নিক্ষেপ, চুল কামানো ও তওয়াফে ইফাদা এই তিনটির যে কোন দুইটি সম্পন্ন করলেই প্রাথমিক হালাল বলে গণ্য হবেন।

(৪)**এরপর মক্কায় গিয়ে তওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করবেন তবে রমল (দ্রুত) করতে হবে না। তওয়াফ শেষে (মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে) দুই রাকাত নামায আদায় করবে ন। নামায বাদ যম্ যম্ পানি পান করা ও মাথায় দেয়া gy¯—vnve|
(৫)**অতঃপর সফা ও মারওয়ায় সায়ী করবেন। এই সায়ী তামাত্তু হাজীগণের জন্যে । তবে ক্বিরান ও ইফরাদ হাজ্জীগণ তওয়াফে কুদুমের সময় সায়ী না করে থাকলে তাদে রকেও এই সায়ী করতে হবে। এর পরে একজন হাজীর জন্যে সবকিছুই বৈধ হয়ে যাে ব যা ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ ছিলো।
(৬)হজ্জের এই কাজগুলো একটা অপরটার আগে বা পরে করা যাবে এবং তা নিষিদ্ধ নয়।
(৭)সম্ভব হলে হারাম শরীফে (মক্কায়) জোহরের নামায আদায় করবেন।
(৮)*১০ তারিখ দিনগত রাত ও পরবর্তী তাশরীকের রাত সমূহ মিনায় অবস্থান করতে হবে।

## ১১ই যুল হাজ্জের কর্মসূচী

০*মিনায় অবস্থানকালে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করা আবশ্যক।
০জেনে রাখুন (১১, ১২, ১৩ই যুল হাজ্জ ) এই দিবস সমূহকে
তাশরীকের দিন বলা হয়। রাসুল সলালাহু আলাইহি অসালাম বলেন ঃ
(( أيامُ التشْرِيْقِ أيامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله )) رواه مسلم
অর্থ ঃ "তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার ও আলাহর যিকিরের জন্যে" । (মুসলিম)

০বিশেষ আংগিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নামাযের পরে যত বেশী সম্ভব তকবীর ধ্বনি কর তে থাকবেন। চলতে-ফিরতে পথে-ঘাটে, হাট-বাজারে সব সময়ে সর্বাবস্থায় মহান আল াহর যিকিরে মশগুল থাকা আবশ্যক।
০*জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা হচ্ছে আল-
াহর যিকির বুলন্দ করার একটি ধারা। উলে-
খ্য যে, এই দিন তিন জামরাতেই জোহরের আযানের পর বা সূর্য c~é দিকে ঢলার পর কংকর নিক্ষেপ করুন; প্রথমে ছোট তারপর মধ্যম অতঃপর বড়টিতে নিক্ষেপ করতে হে ব।
০প্রত্যেকটি জামরাতে সাতটি কংকর একটি একটি করে (এক সাথে নয়) ৩টি জামরা তে মোট ২১ টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপকালে 'আল-
াহু আকবার' ধ্বনি করুন। (এই কংকরগুলি মিনার যেকোন স্থান হতে সংগ্রহ করতে পা রবেন )।
০মক্কাকে বামে এবং মিনা বা মাসজিদে খাইফকে ডানে রেখে ছোট জামরাতকে সামনে করে কংকর নিক্ষেপ করুন। তারপর ডানপাশ দিয়ে একটু সমনে অগ্রসর হয়ে এবং ক্বি বলার দিকে ফিরে যথাসম্ভব দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতে পারেন। রাসূল সলাল-
াহু আলাইহি ওয়াসালাম এই স্থানে এভাবে দু'আ করেছেন।
০মধ্যম জামরাতকেও সামনে করে কংকর নিক্ষেপের পর বাম পাশ দিয়ে একটু সামনে এগিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে (মধ্যম জামারাতকে ডানে রেখে) লম্বা সময়ব্যাপী দু'আ করতে পারেন। আব্দুলাহ ইবনে উমর রাদিয়াল-
াহু আনহুমা ১ম এবং ২য় জামারাতের নিকট সুরা বাক্বারাহ্ পাঠ করতে যত সময় লাগত তৎক্ষণব্যাপী দুআ করতেন।
০অতঃপর বড় বা শেষ জামরাতে কংকর নিক্ষেপের পর আপনার গন্তব্যে চলে যাবেন। অর্থাৎ দু'আর জন্যে দাড়াবেন না।নবী (সা:)
বড় জামারাতে কংকর নিক্ষেপের পর দাড়াননি।
০দিনের বেলায় কংকর নিক্ষেপ করাই উত্তম। তবে প্রয়োজনবশত রাতেও নিক্ষেপ করা জায়েয আছে। হজ্জ পালনকারী অসুস্থ, বৃদ্ধ, দুর্বল না হলে সে নিজেই কংকর নিক্ষেপ ক রবে। কিন্তু দিনে বা রাতে কোন অবস্থায়ই কংকর নিক্ষেপ করতে অক্ষম হলে অন্য হজ্জ পালনকারীকে দায়িত্ব দেয়া জায়েয আছে।
০*এরপর রাতে মিনায় অবস্থান করতে হবে।

## ১২ই হাজ্জের কর্মসূচী

০মিনায় অবস্থানের সময়গুলো অত্যন্ত মুল্যবান অতএব পূণ্যময় কাজ এবং আল-
াহর যিকিরে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। "তাশরীকের দিনগুলো ঃ পানাহার ও আল-
াহর যিকিরের জন্যে"।
০*এই দিনেও এগারই যিল হজ্জের ন্যায় জোহরের পরে; প্রথমে ছোট তারপর মধ্যম অতঃপর বড় জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।
০*আপনি এই দিন কংকর নিক্ষেপ শেষ করে যদি তাড়াতাড়ি মিনা হতে চলে যেতে চা ন তা জায়েয আছে। তবে অবশ্যই সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বেই আপনাকে মিনা হতে বের হয়ে যেতে হবে।
০কিন্তু পরের দিনও কংকর নিক্ষেপের জন্যে মিনায় থেকে যাওয়া উত্তম। নবী সলাল-
াহু আলাইহি ওয়াসালাম ১৩ই যুল হাজ্জেও কংকর নিক্ষেপ করেছেন।
০তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় অবস্থানকালে সম্ভব হলে মসজিদে খাইফে নামায আদা য় করা উত্তম।

## ১৩ই যুল হাজ্জের কর্মসূচী

০*মিনাতে রাত যাপনের পর .. তিনটি জামারাতেই জোহরের পর কংকর নিক্ষেপ করে ত হবে। পূর্ববর্তী দুই দিন যেভাবে করেছেন ঠিক সেভাবেই নিক্ষেপ করবেন।

০*আপনি যদি নিজ দেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করে থাকেন তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ করার পরেই রওয়ানা দিবেন।
তবে যেসব মহিলাদের হায়েয বা নিফাস থাকবে তাদেরকে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবেনা। আর এভাবেই আপনার হজ্জকার্য সম্পন্ন হয়ে গেল। আলহামদু লিলাহি রব্বিল আলামীন।

## কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়

**এক ঃ** কিছু সংখ্যক হাজী ইহরাম বাঁধার পরেও চাল-চলনে মনে হয়না যে তারা ঈবাদতের বাধ্য-বাধকতার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বিশেষ করে ইহরাম অবস্থায় মহান আল-াহ যাকিছু নিষিদ্ধ করেছেন তাথেকে দূরে থাকা, উত্তম আচরন ও পূণ্যময় বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া এবং জেনে বুঝে আল-াহর ঈবাদত করার জন্যে দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা সকলের একান্ত কর্তব্য।
অথচ তাদের মধ্যে অনেককে বিভিন্ন হারাম কাজে জড়িত হতে দেখা যায়। তারা হজ্জের সব নিয়ম কানুন সঠিকভাবে জানেনা কিন্তু আলেমদের কছে গিয়ে জানার চেষ্টাও করেন া ! হজ্জের পূর্বে তাদের স্বভাব-চরিত্রে যেসব ভুল-ত্রুটি বিদ্যমান ছিল তার কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রস্তুতি এবং প্রচেষ্টাও নেই। তবে আমরা একান্তভাবে দু'আ করি আ-াহ যেন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তাদের হজ্জ বরবাদ করে না দেন।
**দুই ঃ** আল-াহর রাসূল সল-াল-াহু আলাইহি অসাল-াম বলেন ঃ

[ عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النارُ؛ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ] (الترمذي :١٦٣٩)

**অর্থ ঃ "দুটি চোখকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবেনা ; যে চোখ আল-াহর ভয়ে ক্রন্ধন করে থাকে এবং যে চোখ আল-াহর পথে পাহারার কাজে নিয়োজিত থাকে"।** (তিরমিযি : ১৬৩৯)

অতএব জেনে রাখুন যে, আরাফাতের দিনটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। এই দিনে চোখের পানিতে মুছে যাবে সব গুনাহর কালিমা এবং আল-াহ যাকে ইচ্ছা তাকে দোযখের আগুন থেকে পরিত্রান দিবেন। ফিরিশতাগণ সুদীপ্ত পরিবেশে আরাফাতে অবস্থানকারীদের জন্যে পূণ্যময়গর্ব করে থাকেন। সুতরাং আপনি এই মহৎ সুযোগ থেকে লাভবান হতে চেষ্টা করুন। আরাফাতের এই শুভ লগ্নে একনিষ্ঠভাবে নিজের জন্যে এবং সকল মুসলিম জাতির জন্যে দু'আ করবেন।
**তিন ঃ** প্রত্যেক জামারাতে নিক্ষিপ্ত ৭টি কংকরের সবকটি অবশ্যই জামারাত পরিবেষ্টিত কুয়ার মধ্যে পড়তে হবে। কুয়ার মধ্যে পড়ে বাইরে ছিটকে গেলে কোন অসুবিধা নেই। প্রতি জামারাতে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন কিন্তু কম-বেশী করতে পারবেন না।
**চার ঃ** ইহরাম অবস্থায় যেকোন প্রকার মিসক অথবা সুগন্ধিযুক্ত সাবান দ্বারা হাত-পা কিংবা শরীর ধৌত করা যাবেনা।

**পাঁচ ঃ** যিনি 'হাদয়ী' বা হজ্জের কুরবানীর পশু কিংবা উহার ক্রয়মূল্য যোগাড় করতে অক্ষম হবেন তিনি হজ্জের সময় ৩টি এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ৭টি রোযা লাগাতার অথবা বিরতি দিয়ে আদায় করতে হবে। তবে মক্কার ভিতরে হারামের অধিবাসীদের জন্যে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয় ; অর্থাৎ তাদেরকে হজ্জের কুরবানী করতে হবেনা।

**ছয় ঃ** জেনে রাখুন যে, আপনার সুন্দর আচরন, হাজীগণের খিদমত, তাদেরকে পানি পান করানো, তাদেরকে কষ্ট না দেয়া এবং বিরক্ত না করে ধৈর্য ধারন করার বদৌলতে পারলে আল-াহর নিকট অনেক সওয়াব পাবেন। অতএব নিষ্ঠার সাথে অধিক মাত্রায় ধৈর্য ও সহানুভূতির নজির স্থাপন করুন।

**সাত ঃ** প্রয়োজনবোধে হাজীগণ ইহরামের কাপড় পরিবর্তন অথবা ধৌত করতে পারবেন এবং তা জায়েয আছে।

**আট ঃ** হজ্জের আগে বা পরে মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নত। অন্যান্য সাধারণ মসজিদের তুলনায় এখানে নামাযের সওয়াব একহাজার গুন বেশী। এই স্থানে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে আসতে পারবেন।
অতঃপর রসুল সলালাহু আলাইহি অসাল-
াম এবং তাঁর দুই সংগির (আবু বকর ও উমর রাদিয়াল-
াহু তাআলা আনহুমা) কবর যিয়ারত করে তাদেরকে সালাম দেয়া মুস্তাহাব। তারপর কুবা মসজিদ যিয়ারতে যেতে পারেন নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে।
বাক্বী আল-গারক্বাদে সাহাবাদের কবর যিয়ারতে গিয়ে তাদেরকে সালাম জানাবেন এবং তাদের জন্যে দু'আ করবেন। উহুদ পাহাড়ের প্রান্তে শহীদ সাহাবাগনের কবর যাদের মধ্যে আছেন শহীদ সরদার হামযা রাদিয়াল-
াহু তাআলা আনহু তাদের সবাইকে সালাম দিবেন এবং তাদের জন্য দু'আ করবেন।
**তবে সাবধান** মৃতদের কাছে প্রার্থনা করা অথবা তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া নাজায়েয। কেননা ইহা শিরক এবং নেক আমল বরবাদ করে দেয়।

## কতিপয় ভুল-ত্রুটি

হজ্জ ও উমরাহ্ আদায়কালে যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে তা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হচ্ছে। আশাকরি আপনারা এই সব ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবেন।
(১)ইহরামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইদতিবা (ডান কাঁধ খোলা রাখা) করে থাকা।
(২)উচ্চ স্বরে তালবিয়া না পড়া বা ইহরামের পরে মোটেও না পড়া। আরাফাতে ও মুযদালিফায় তালবিয়া পাঠ না করা।
(৩)সামষ্টিগতভাবে স্লোগানের মত করে একজনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তালবিয়া পাঠ করা।
(৪)মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে বা ক্বাবা ঘর দর্শন করে মন গড়া দু'আ পাঠ করা।
(৫)প্রত্যেক তওয়াফ ও সায়ীতে বিশেষ বিশেষ দু'আ নির্ধারন করে শুধু তাহাই পাঠ করা। বরং হৃদয়-মন উজাড় করে যে কোন দু'আ ও আল-
াহর যিকির করা এবং কুরআন পড়া সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত।
(৬)তওয়াফ ও সায়ীর সময় উচ্চ স্বরে দু'আ পড়া। সম্মিলিত বা দলবদ্ধ হয়ে তাল-মিলিয়ে দু'আ করা ঠিক নয় কেননা তাতে অন্যান্য তওয়াফকারীদের দু'আ-ঈবাদত পালনে ব্যাঘাত ঘটে।
(৭)সফা পাহাড়ে আরোহণ করে ক্বাবা শরীফের দিকে ইশারা করা ঠিক নয়।
(৮)সফা-মারওয়ায় সায়ীর সময়ে সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মাঝে মহিলাদের দৌড়ানো অনুচিত। এই স্থানে দ্রুত চলার নিয়ম শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যে।
(৯)কেউ কেউ সফা থেকে মারওয়ায় গিয়ে আবার সফায় ফিরে আসাকে এক সায়ী মনে করেন অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। বরং সফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত পৌছাকে এক সায়ী গণ্য করতে হবে। অতঃপর পুনরায় সফায় পৌছলে হবে দুই সায়ী।
(১০)হজ্জ বা উমরাহ শেষে মাথার কিছু অংশের চুল কাটা বা ছাটা অথবা অল্প কয়েকটা চুল কাটানো ঠিক নয়। প্রকৃত নিয়ম হলো সমস্ত মাথার চুল ছাটা বা চাছা।
(১১)আরাফার ময়দানে দু'আর সময় ক্বিবলামুখী না হওয়া।
(১২)দু'আর জন্যে জাবালে আরাফায় আরোহণের চেষ্টা করা।
(১৩) মিনায়, আরাফায় এবং তাশরীকের রাতগুলো যিকির ও দু'আয় অতিবাহীত না করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো অপচয় করা।
(১৪)জামারাতে নিক্ষেপের জন্যে কংকর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করা জরুরী মনে করা এবং কংকরগুলো ধুয়ে নেয়া উত্তম মনে করা।
(১৫)প্রথম ও দ্বিতীয় জামারাতে কংকর নিক্ষেপের পর দু'আর জন্যে না দাড়ানো।

(১৬)নির্ধারিত বয়সের কম বয়সী অথবা ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী দেয়া এবং জবাই করার পর তা ফেলে দেয়া।
(১৭)অনেক হাজী সাহেবান আরাফাত দিবসের শেষ দিকে আরাফাত ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যাস্ততায় মগ্ন থাকেন। অথচ এই মূল্যবান সময়গুলোতে আল-
াহর যিকির ও দু'আয় মশগুল থাকা বাঞ্ছনীয় এবং ইহা দু'আর জন্যে উত্তম সময়। কেন না এই সময় যারা বন্দেগীরত থাকে মহান আলাহ তাদের জন্য গর্ব করে থাকেন।
(১৮)আবার অনেক হাজী সাহেবান মুযদালিফায় গিয়ে ক্বিবলা কোন দিকে তা সঠিকভাবে না জেনে মাগরীব, এশা এবং ফজরের নামায আদায় করেন, এটা ঠিক নয়। বরং ওয়াজিব বা একান্ত কর্তব্য হলো ক্বিবলা কোন দিকে তা সঠিকভাবে জেনে নিয়ে নামায আদায় করা ।
(১৯)মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব অথচ অনেকেই মধ্যরাতের পূর্বেই মুযদালিফা ত্যাগ করে চলে যান।
(২০)অনেকে আবার কংকর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েও নিজের বদলে অন্যকে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন এটা ঠিক নয়। বরং যারা দুর্বল অক্ষম কেবলমাত্র তারাই অন্যকোন হাজীকে দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করাতে পারবেন এবং এটা জায়েয আছে।
(২১)জুতা-স্যান্ডেল ও বড় আকারের পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা বাড়াবাড়ি এবং অন্যায়।
(২২)কিছু সংখ্যক হাজী সাহেবান (আল-
াহ তাদেরকে হিদায়াত করুন) ঈদের দিন দাড়ী চেছে ফেলেন। তারা দাড়ী চেছে ফেলাকে সৌন্দর্যের অংশ মনে করেন। অথচ সওয়াব অর্জনের পবিত্র জায়গায় এবং উত্তম সময়ে ইহা নেহায়েত গুনাহর কাজ।
(২৩)হাজরে আসওয়াদকে স্পর্ষ করা বা চুমু দেয়ার জন্যে ভীড় করা, ঠেলাঠেলি করা উচিৎ নয়। এর মধ্যে অনেককে আবার হাতাহতি, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এধরনের কাজ বিশেষকরে এই জায়গায় সংঘটিত হওয়া খুবই আপত্তিকর এবং অন্যায়।
(২৪)কেউ কেউ মনে করেন হাজরে আসওয়াদের মধ্যে উপকার নিহিত আছে। আর সে জন্যেই পাথরকে হাত দ্বারা ছুঁয়ে সেই হাত আবার সমস্ত শরীরে বুলায়। এসবকাজ মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা উপকার করতে পারেন কেবলমাত্র মহান আল-
াহ যিনি একক। উমর রাদিয়াল-
াহু আনহু হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার করার সময় বলেন ঃ

[ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَكَ حَجَرٌ لا تَضُر وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْ لا أَنِيْ رَأَيتُ رَسُوْلَ اللهِ يُقَبِلُكَ مَا قَبلْتُكَ ]

**অর্থ ঃ "হে পাথর; আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি কারো ক্ষতি করতে অক্ষম এবং উপকার করতেও অক্ষম। আমি যদি আল-
াহর রাসুলকে চুমু খেতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমাকে চুমু দিতাম না"।**

(বুখারী ও মুসলিম)

(২৫)ক্বাবা ঘরের প্রতিটি কর্ণার ও দেয়াল ছোয়া অতঃপর শরীরে মোছা অজ্ঞতার পরিচয়। এই কাজকে ঈবাদত মনে করলে আল-
াহর মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অতএব দলীল-প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই করা ঠিক নয়।
(২৬)রুকনে ইয়ামানীতে চুমু দেয়া অথবা হাত দ্বারা ইশারা করা ঠিক নয়। সম্ভব হলে রুকনে ইয়ামানী ডান হাত দ্বারা ছোয়ার জন্যে কিন্তু চুমু দেয়ার জন্যে নয়।
(২৭)ক্বাবা ঘর সংলগ্ন দেয়াল ঘেরা জায়গাটুকুও ক্বাবা ঘরের অংশ, সুতরাং তওয়াফের সময় দেয়ালের ভিতর দিয়ে তওয়াফ করলে তা হবে না।
(২৮)মিনায় অবস্থানকালে দুই ওয়াক্ত নামায (যেমন ; জোহর-আসর অথবা মাগরীব-এশা) একসাথে আদায় করা যাবেনা অর্থাৎ সকল হাজীগণকে ওয়াক্ত অনুযায়ী ৪রাকাত বিশিষ্ট জোহর, আসর, এশা ২রাকাত করে এবং অন্যান্য নামায যথাযথ নিয়মে আদায় করতে হবে।

(২৯)তাশরীকের দিনগুলোতে কেউ কেউ কংকর নিক্ষেপ করেন প্রথমে বড়টা তারপর মধ্যমটা অতঃপর ছোটটা ; এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল। বরং প্রথমে ছোটটা তারপর মধ্যমটা এবং সবশেষে বড়টায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

(৩০)জামারাতে একসাথে সবকটি কংকর নিক্ষেপ করা ভুল পদক্ষেপ। যারা আহলে ইলম (বিদ্বান্) তারা বলেন : যে ব্যাক্তি সবগুলো কংকর একসাথে নিক্ষেপ করবে সে ব্যাক্তি একটি কংকর নিক্ষেপ করেছে বলে ধরতে হবে। আল-লাহু আকবার বলে একটি একটি করে কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। নবী সলাল-লাহু আলাইহি অসালাম এভাবেই একটি একটি করে কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

(৩১)মিনায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে বিদায়ী তওয়াফ সম্পন্ন করতে মক্কায় গমন এবং পুনরায় মিনায় ফিরে এসে কংকর নিক্ষেপ করে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ঠিক নয়। ইহা নবী সলালাহু আলাইহি ওয়াসালামের আদেশের পরিপন্থী, নাজায়েয পদ্ধতি।

নবী মুহাম্মাদ সলালাহু আলাইহি ওয়াসাল-লামের নির্দেশ অনুযায়ী 'হাজীদের শেষ কাজ হলো ক্বাবা ঘরের দর্শন বা সান্নিধ্য লাভ করা। অর্থাৎ ক্বাবা ঘরে বিদায়ী তওয়াফের মাধ্যমে হজ্জকার্য সম্পন্ন করে স্বগৃহে যাত্রা করা।

(৩২)হাত দ্বারা ইশারা করে ক্বাবা ঘরকে বিদায় জানানো অথবা বিদায়ী তওয়াফের পর মক্কায় অবস্থান করা ঠিক নয়।

(৩৩)রসূল সলালাহু আলাইহি ওয়াসাল-লামের কবর যিয়ারতের জন্য মদীনায় সফর করা জয়েয মনে করা ভুল।

০মদীনায় নবীর মসজিদ কিংবা তাঁর কবর যিয়ারতের সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। কেবলমাত্র নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে নবী (সা:) এর মসজিদে হজ্জের আগে বা পরে যে কোন সময় সফর করা যায় এবং তা সুন্নত। আর মদীনায় যাওয়ার পর নবী (সা:) এবং তাঁর দুজন সাথী আবু বকর ও উমর রাদিয়াল-লাহু আনহুমা দ্বয়ের কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। অতঃপর কুবা মসজিদে নামায আদায়ের জন্য যেতে পারেন। বাক্বী আল-গারক্বাদে (এখানে আনেক সাহাবার কবর আছে) এবং উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের কবরও যিয়ারত করা যাবে।

<u>তবে সাবধান</u> ! কবর যিয়ারতের সময় মৃতদের জন্য দু'আ করা যাবে কিন্তু তাদের কাছে কোন প্রকার আবেদন নিবেদন কিংবা প্রার্থনা করা যাবে না। মৃতদের কাছে প্রার্থনা করা বড় শির্ক এবং শির্ক সমস্ত নেক কাজ বরবাদ করে দেয়। আল-লাহ্ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আলাহর শরীক স্থাপন করবে, আল-লাহ্ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম"। (আল-মায়িদাহ্ ঃ ৭২) ( আয়াত সংযোজনে : অনুবাদক )

প্রিয় নবী সলালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন ঃ

((إن الله لا يَنْظُرُ إلى أجْسَامِكُمْ وَلا إلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) مسلم

'আল-লাহ্ তোমাদের দেহ অবয়ব (চেহারা) অবলোকন করেন না বরং তিনি তোমাদের ক্বলব (অন্তর) এবং আমল অবলোকন করেন'। (মুসলিম)

মহান আলাহ আমাদের সকলের নেক আমল কবুল করুন।
সকল প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আলাহরই জন্যে ॥

**সমাপ্ত**

( ‘হজ্জ ও উমরাহ্’ বিষয়ক এই প্রচার পত্রটি যত্নের সাথে রাখুন, আপনার প্রয়োজন না থাকলে অপরকে দিন )